দৈনিক জনকণ্ঠ

14 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

ফাইল ০৪

ইবিতে প্রশ্ন ফাঁস ও প্রক্সি

ভর্তি বাণিজ্যে জড়িত কিছু শিক্ষক কর্মকর্তা ও ছাত্র সংগঠন নেতা

ইবি সংবাদদাতা ॥ গতবারের মতো এবারও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় দেদার চলেছে প্রক্সি দেয়ার ঘটনা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভর্তি বাণিজ্যচক্রের কার্যক্রম। এ বছর শুধু প্রক্সি দেয়ার অপরাধেই ধরা পড়েছে জালিয়াতি চক্রের ২৩ সদস্য। গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসছে। প্রক্সি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র সংগঠন নেতার সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। ইবি শিক্ষক সমিতি জরুরী সভায় ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ও ব্যাপক হারে প্রক্সি দেয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে। একাধিক সূত্রে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রক্সি দিতে এসে ধরা পড়ে ঢাবির আইন বিভাগের মজিবর ও হাফিজুর নামের দু'ছাত্র। গত ১১ জানুয়ারি ধরা পড়ে ঢাবির লোক প্রশাসন বিভাগের ২০০৪-০৫ সেশনের ছাত্র এসএম ইলিয়াস, রাবির শাহাজালাল মণ্ডলসহ মোট ১৪ শিক্ষার্থী। তারা একটি জালিয়াতি চক্রের অধীনে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ঢাবি থেকে আরও অনেকে প্রক্সি দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনে সোমবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ২০০৫-০৬ সেশনের ছাত্র সাফওয়ান আহমেদ মারজেল হোসাইন আহমেদ (চ-৬২২১) নামের এক ভর্তিচ্ছুর প্রক্সি দিতে এসে ধরা পড়ে।